বিকেবি বুলেটিন

মার্চ ২০২৬ প্রান্তিক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

সম্পাদকীয়

কৃষিই সমৃদ্ধি। কৃষি প্রধান এই দেশে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই খাদ্য ঘাটতি হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষিঋণ বিতরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট কৃষিঋণের প্রণিধানযোগ্য অংশ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বিতরণ করে থাকে। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কর্মপরিধি বহুগুণে সম্প্রসারিত হয়েছে। দেশের কৃষি ব্যবস্থা 'জীবন নির্বাহী কৃষি' থেকে 'বাণিজ্যিক কৃষি'তে রূপান্তরিত হচ্ছে। সময়ের প্রয়োজনে শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণের পাশাপাশি আয় উৎসারী কর্মকান্ডে এসএমই খাতে ঋণ সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। সময়মত ঋণ সহায়তা প্রদান করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি ও কৃষকের সার্বিক উন্নতি সাধন, এসএমই ও কুটির শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক অন্যান্য শিল্পের উন্নয়নে কৃষি ব্যাংকের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। সমৃদ্ধ আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ও কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১০৩৮টি শাখা এবং ৫টি উপশাখার মাধ্যমে গণমানুষের দোরগোড়ায় আধুনিক ও ব্যয়-সাশ্রয়ী ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিচ্ছে এবং কৃষি অর্থনীতি উন্নয়নে সবিশেষ অবদান রাখছে।

কৃষি ব্যাংকের গতিশীল কার্যক্রমে বিভিন্ন ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক বুলেটিন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এই বুলেটিন পাঠে ব্যাংকের বিভিন্ন ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। বুলেটিনটি প্রকাশের ব্যাপারে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা ও উৎসাহের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ।

পরিশেষে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এবং আগামী দিনের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রমে মুদ্রিত তথ্য ব্যবহৃত হলে এই বুলেটিন প্রকাশ সার্থক হবে।

পাদটীকা ঃ

"ব্যাংকের ব্যবসায়িক খাতের অর্জনসমূহ সংকলনপূর্বক গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক ... প্রতি ত্রৈমাস অন্তে নিয়মিতভাবে এতদবিষয়ক বুলেটিন মুদ্রণপূর্বক সকল শাখা ও কার্যালয়ে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে" ... ।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির ২৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২৭তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যাংকের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিভিন্ন ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সংক্রান্ত তথ্য সংকলনপূর্বক মার্চ- ২০২৬ ভিত্তিক ত্রৈমাসিক এই বুলেটিনটি প্রকাশ করা হলো। বুলেটিন প্রকাশে তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা করায় প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ, ঋণ আদায় বিভাগ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ, ঋণ শ্রেণিবিন্যাস ও প্রজেক্ট মনিটরিং বিভাগ, শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ, জনসংযোগ ও প্রটোকল বিভাগ এবং ফরেন রেমিট্যান্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রতি সম্পাদকীয় প্যানেলের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ

- সঞ্চিয়া বিন্‌তে আলী
  ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকীয় প্যানেল ঃ

- মোঃ নূরে আলম সিদ্দিকী
  উপমহাব্যবস্থাপক
- মোঃ নূরুল আলম
  সহকারী মহাব্যবস্থাপক
- মোঃ ইয়াহিয়া ভূঁইয়া
  উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা
- শারমীন জাহান
  উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

এক নজরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

অনুমোদিত মূলধন	৫০০০ কোটি
পরিশোধিত মূলধন	১৫৫০ কোটি
মহাবিভাগ	৬ টি
প্রধান কার্যালয়ের বিভাগ	৩১ টি
স্টাফ কলেজ	৩ টি
বিভাগীয় কার্যালয়	৯ টি
বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়	৯ টি
মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়	৪৫ টি
আঞ্চলিক কার্যালয়	৮ টি
আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়	৫৪ টি
শাখা	১০৩৮ টি
উপশাখা	৫ টি
কর্পোরেট শাখা	৭ টি
এডি শাখা	১৬ টি
সিটি কর্পোরেশন শাখা	৪৭ টি
ক- শ্রেণিভূক্ত পৌরসভা শাখা	১২৯ টি
মোট শহুরে শাখা	১৭৬ টি
জেলা শাখা	৪৮ টি
উপজেলা শাখা	৩২০ টি
ইউনিয়ন পর্যায়ের শাখা	৬৭০ টি

মার্চ ২০২৬ প্রান্তিক শেষে ঃ

আমানত স্থিতি	৫৫১৫৪ কোটি
আমানতকারীর সংখ্যা	১.৫৫ কোটি
ঋণ স্থিতি	৩৯৮৯৪ কোটি
ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	৩২.৪৬ লক্ষ
আহরিত রেমিট্যান্স	৩৬৮৩৪ কোটি
আমদানী ব্যবসা	১২২০৮ কোটি
রপ্তানী ব্যবসা	১১০২ কোটি

মুনাফার স্বপ্নে সময়ের প্রয়োজনে: আমাদের করণীয়

মোঃ আঃ রহিম
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

সেই ১৯৯৪ সাল থেকে বহুবিধ কারণে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লোকসানে রয়েছে। আজ আর সে আলোচনায় না যাই। সাম্প্রতিক সময়ে বিকেবি'র মুনাফার স্বপ্নের গল্প শুনাবো আজ। ডিসেম্বর ২০২৫-এ বিকেবিতে নীট লোকসান হয়েছে ৪১৫ কোটি টাকা। জানুয়ারি-জুন ২০২৬ ষান্মাসিকে যদি ৯২০ কোটি টাকা অপারেটিং লোকসান যুক্ত হয়, তাহলে মোট লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪১৫+৯২০=১৩৩৫ কোটি টাকা। তাহলে বিকেবি মুনাফামুখী হবে কিভাবে? আসুন অংক কষি। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫ এর ৬ মাসে পুরানো খেলাপি ঋণ ও নতুন খেলাপি ঋণ এর বিপরীতে নতুন করে ১৪৫৫ কোটি টাকা প্রভিশন খরচ যুক্ত হয়েছে। যে সব ঋণ হিসাবের বিপরীতে ১৪৫৫ কোটি টাকা নতুন প্রভিশন যুক্ত হয়েছে, সে সব ঋণ হিসাব আদায় নিশ্চিত করলেই কমপক্ষে ১৪৫৫ কোটি টাকা প্রভিশন খরচ মুক্ত হয়ে ব্যাংক ১৩৩৫ কোটি টাকা লোকসানের পরিবর্তে ১৪৫৫-১৩৩৫=১২০ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করবে। এ সময়ে তো আমরা পুরানো খেলাপি ঋণ আদায় বন্ধ রাখবো না, বরং তা আরও বেগবান হবে এবং বিদ্যমান WCL ঋণ আদায় নিশ্চিত করে নতুন খেলাপি ঋণ সৃষ্টি প্রতিরোধ হবে। এ সময়ে পুরানো খেলাপি ঋণ আদায় হয়ে নতুন করে প্রভিশন অবমুক্ত হয়ে Profit from provision নামক মুনাফা যুক্ত করে ক্রমাগতভাবে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

জুন ২০২৫ ভিত্তিক ১৫০০ কোটি টাকা OCL আদায় করে গড়ে ৭৩% প্রভিশন অবমুক্ত করার মাধ্যমে ১০৯৫ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে হবে। জুন ২০২৫ ভিত্তিক ১৫৬০ কোটি টাকা ডিএফ ঋণ (যা ডিসেম্বর ২০২৫-এ বিএল হয়েছে) আদায় করে ১৫৬০ কোটি টাকা প্রভিশন অবমুক্ত করার মাধ্যমে ১৫৬০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে হবে। ডিসেম্বর ২০২৫ ভিত্তিক ১০০০ কোটি টাকা ডিএফ ঋণ আদায় করে এর বিপরীতে ইতোমধ্যে সংরক্ষিত ৫০০ কোটি টাকা প্রভিশন অবমুক্ত করার মাধ্যমে ৫০০ কোটি টাকা মুনাফা সৃষ্টি হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৫ ভিত্তিক ৬০০ কোটি টাকা এসএস ঋণ আদায় করে এর বিপরীতে ইতোমধ্যে সংরক্ষিত ১২০ কোটি টাকা প্রভিশন অবমুক্ত করার মাধ্যমে ১২০ কোটি টাকা মুনাফা সৃষ্টি হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে ৪৬৬০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ আদায় করে ৩২৭৫ কোটি টাকা প্রভিশন অবমুক্ত করার মাধ্যমে ৩২৭৫ কোটি টাকা মুনাফা সৃষ্টি করতে হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২% সুদবাহী ২০০০ কোটি টাকা সঞ্চয়ী আমানত সংগ্রহ করে তা ১২% হারে ঋণ খাতে বিতরণ করে ১২%-২%=১০% হারে ২০০০×১০%=২০০ কোটি টাকা নতুন মুনাফা সৃষ্টি করতে হবে।

মুনাফামুখী বিকেবি গড়তে জুন ২০২৬-এ অগ্রাধিকারভিত্তিক ৭টি কাজ :

১. BKBDPA এর পাশাপাশি লাখোপতি আমানত স্কীম ও অন্যান্য স্কীমের আওতায় আমানত সংগ্রহ করে ব্যাংকে বিদ্যমান ৩০০০০ কোটি টাকা FDR এর বিকল্প দাঁড় করাতে হবে;
২. প্রতিটি শাখায় জুন ২০২৫ ভিত্তিক এসএস ও ডিএফ ঋণের যে পরিমাণ এখনও অনাদায়ী রয়েছে তা আদায় নিশ্চিত করতে হবে। যে সব ঋণ অনাদায়ী থাকার কারণে সিএল এর স্ট্যাটাস পরিবর্তিত হয়ে নতুন প্রভিশন খরচ যুক্ত হয়েছে, সে সব ঋণ হিসাবের আদায় নিশ্চিত করে সংরক্ষিত প্রভিশন অবমুক্ত করে আয়খাতে স্থানান্তর করতে হবে;
৩. জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫-এ WCL-1&2 হতে সৃষ্ট NCL শতভাগ আদায় নিশ্চিত করতে হবে;
৪. জানুয়ারি-জুন ২০২৬-এ WCL-3 & 4 আদায় নিশ্চিত করে নতুন সিএল ও নতুন প্রভিশন বাবদ লোকসান সৃষ্টি প্রতিরোধ করতে হবে;
৫. কৃষিঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করার পাশাপাশি আদায়কৃত CL ও WCL এর অর্থ CMSME খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিতরণ করতে হবে। উল্লেখ্য, CMSME খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা মোট ঋণের ২৭% হলেও বিকেবির অর্জন মাত্র ১৭%। উক্ত খাতে ঋণ বিতরণ বাড়লে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (২৭%) অর্জিত হবে এবং CMSME খাতের কারণে ব্যাংকের Exposure বড় হবে। সুদআয় বৃদ্ধি পেয়ে ব্যাংক ক্রমশ অধিকতর মুনাফামুখী হবে;
৬. সুদব্যয় সাশ্রয়ী BKBDPA ও সঞ্চয়ী এবং সুদমুক্ত সঞ্চয়ী আমানত সংগ্রহ করে নতুন ঋণ বৃদ্ধি করতে হবে। এ সব আমানতের গড় সুদ হার ২% হওয়ায় ১২% হারে ঋণ খাতে বিনিয়োগ করে গড়ে ১২%-২%=১০% হারে মুনাফা যুক্ত হবে;
৭. স্বল্পসুদব্যয়ী BKBDPA আমানত সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণে সংগ্রহ করে উচ্চসুদব্যয়ী FDR আমানত ক্রমাগতভাবে হ্রাস করতে হবে।

এরূপে আমানতের উপর অতিরিক্ত সুদব্যয়জনিত লোকসানের লাগাম টেনে ধরতে হবে। সংগৃহীত ৪৫০ কোটি টাকা সঞ্চয়ী আমানত ঋণখাতে বিনিয়োগ হয়ে ১০% হারে বছরে ৪৫০ × ১০%=৪৫ কোটি টাকা নতুন মুনাফা যুক্ত হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫% সুদবাহী ২০০০ কোটি টাকা BKBDPA আমানত সংগ্রহ করে ১০% বা উচ্চ সুদবাহী এফডিআর আমানত অবমুক্ত করতে হবে। এতে ৫% হারে বছরে ২০০০×৫%=১০০ কোটি টাকা সুদব্যয় সাশ্রয় হয়ে ১০০ কোটি টাকা মুনাফা হবে।

স্বপ্নের মুনাফামুখী বিকেবি!

গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিকেবিতে অপারেটিং ও নীট লোকসানের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫৮৭ ও ৬৫১৩ কোটি টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অপারেটিং লোকসান ১৯৩৩ কোটি টাকা ও নীট লোকসান ৮২৫৭ কোটি টাকা। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সিএল ও WCL ঋণ আদায় ব্যাপকভাবে জোরদার হওয়ায় ডিসেম্বর ২০২৫-এ অপারেটিং ও নীট লোকসান হয়েছে যথাক্রমে ৯২০ কোটি টাকা ও ৪১৫ কোটি টাকা। প্রথম ষান্মাসিকের ব্যাংকিং-এ বিকেবি কিছুটা লোকসানে থাকলেও আমরা নিশ্চিতরূপে একটি বড় সাফল্যের পথে অগ্রসর হচ্ছি। প্রধান কার্যালয়ের দিক নির্দেশনা ও সহায়তায় মাঠ প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা ও শাখা ব্যবস্থাপক থেকে শুরু করে আরএম/সিআরএম ও মহাব্যবস্থাপক পর্যন্ত সকলেই মুনাফামুখী বিকেবি গড়ার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছে। মুনাফা অর্জনই এখন সময়ের দাবি এবং এটাই সকলের একমাত্র লক্ষ্য ও ব্রত। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সিএল ও ডব্লিউ সিএল ঋণ আদায় আরও বেগবান করে এবং একইসাথে সুদব্যয় সাশ্রয়ী আমানত সংগ্রহ করে নতুন নতুন ঋণ প্রদান ও উচ্চসুদবাহী এফডিআর অবমুক্ত করার মাধ্যমে আমরা সকলে মিলে ৩০ জুন ২০২৬- এ বিকেবিকে হাজার কোটি টাকা নীট মুনাফার ব্যাংকে পরিণত করবো। এ সত্যটি এ অর্থবছরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। এ বছরই বিকেবিতে নতুন ভোর হবে এবং মুনাফা নামক নতুন সূর্য উঠবে। ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সকলের এ প্রত্যাশা পূরণ করেই ঘরে ফিরব- ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মার্চ- ২০২৬ ভিত্তিক অর্জন প্রতিবেদন

সুদৃঢ় আমানত ভিত্তির উপর ব্যাংকের আর্থিক সচ্ছলতা ও গতিশীলতা নির্ভর করে। ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের স্বাভাবিক গতিধারা অব্যাহত রাখা এবং আমানতের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য প্রবৃদ্ধি অর্জন অপরিহার্য। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিগত কয়েকটি ত্রৈমাসিকের আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১) আমানত সংগ্রহ ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার
মার্চ ২০২৪	১২০০০	১০৬.৭৪	২৫৪৯.৫০	২১%
জুন ২০২৪	১২০০০	২০৬৫.৫৮	৪৬১৫.০৮	৩৮%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১২০০০	৪৪৪.৮৬	৪৪৪.৮৬	৪%
ডিসেম্বর ২০২৪	১২০০০	১১৯৯.১০	১৬৪৩.৯৬	১৪%
মার্চ ২০২৫	১২০০০	২৩০৬.৬৬	৩৯৫০.৬২	৩৩%
জুন ২০২৫	১২০০০	১০৬৪.৫০	৫০১৫.১২	৪২%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১১০০০	১১০২.০০	১১০২.০০	৮.৮০
ডিসেম্বর ২০২৫	১১০০০	১৬৬১.৩৯	২৭৬৩.৩৯	২৫%
মার্চ ২০২৬	১১০০০	৬২৩.৫৯	৩৩৮৬.৯৮	৩১%

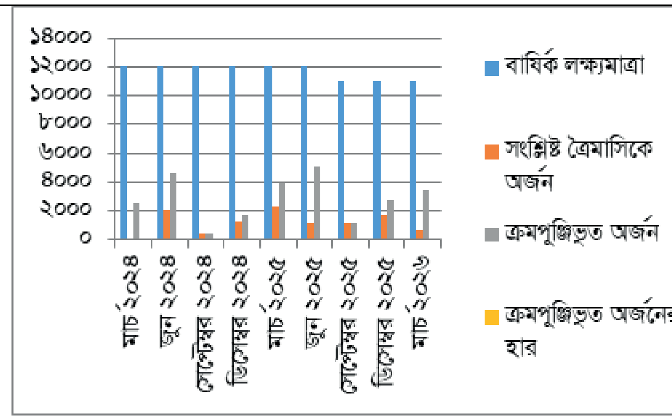

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আমানত সংগ্রহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ১১,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসে পুঞ্জিভূত অর্জন ৩৩৮৬.৯৮ কোটি টাকা - যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৩১%। মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত অর্জিত ৩৩৮৬.৯৮ কোটি টাকার মধ্যে চলতি আমানত (-) ৯১.০২ কোটি টাকা, সঞ্চয়ী আমানত ৮৭২.৫৬ কোটি টাকা, এসএনডি আমানত (-) ২১৮.০৪ কোটি টাকা, মেয়াদি আমানত ২৬৭৫.৩২ কোটি টাকা, স্কীম সমূহ ১৪৮.১৬ কোটি টাকা ও অন্যান্য আমানত ১৫৬৪.০০ কোটি টাকা।

১.১) আমানত স্থিতি ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	ডিসেম্বর ২০২৫ পুঞ্জিভুত অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার
মার্চ ২০২৪	৫২৫০০	৪২৮৮১.৫৫	৮২%
জুন ২০২৪	৫২৫০০	৪৫১৮৮.০২	৮৬%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৫৫০০০	৪৫৬৩২.৮৮	৮৩%
ডিসেম্বর ২০২৪	৫৫০০০	৪৬৮৩১.৯৮	৮৫%
মার্চ ২০২৫	৫৫০০০	৪৯১৩৮.৬৪	৮৯%
জুন ২০২৫	৫৫০০০	৫০২০৩.১৪	৯১%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	৬০০০০	৫১৩০৫.১৩	৮৬%
ডিসেম্বর ২০২৫	৬০০০০	৫২৯৫৪.৫৪	৮৮%
মার্চ ২০২৬	৬০০০০	৫৫১৫৪.১২	৯২%

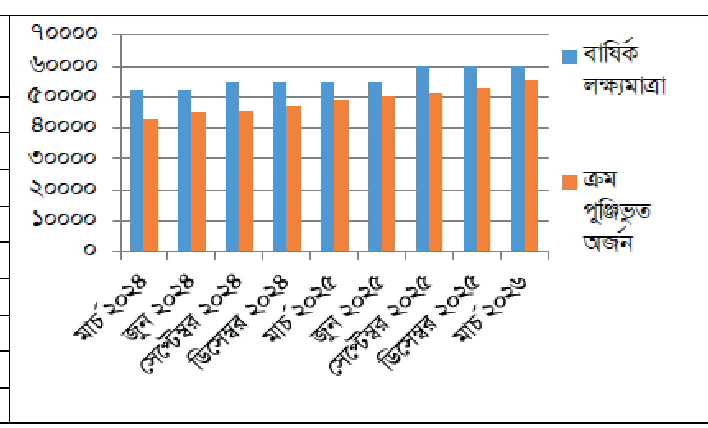

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বার্ষিক আমানত স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা ৬০,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত মোট অর্জন ৫৫১৫৪.১২ কোটি টাকা। যার মধ্যে উচ্চ সুদব্যয়ী আমানতের পরিমাণ ৩৯০৮০.৭৪ কোটি টাকা, উচ্চ সুদব্যয়ী আমানতের হার ৭১%। ব্যাংকের মুনাফা অর্জনের জন্য সুদবিহীন ও কম সুদবাহী আমানত বৃদ্ধি এবং উচ্চ সুদব্যয়ী আমানত হ্রাস করা প্রয়োজন।

২) নতুন আমানত হিসাব খোলা ঃ

(প্রকৃত সংখ্যায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার
মার্চ ২০২৪	৯০০০০০	১৫৬৮৪১	৫৩৮৩৯৪	৬০%
জুন ২০২৪	৯০০০০০	২২০২৭১	৭৫৮৬৬৫	৮৪%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১০১০০০০	১৮০৮১৩	১৮০৮১৩	১৮%
ডিসেম্বর ২০২৪	১০১০০০০	২১৯০৩০	৩৯৯৮৪৩	৪০%
মার্চ ২০২৫	১০১০০০০	১৯১০৭৪	৫৯০৯১৭	৫৯%
জুন ২০২৫	১০১০০০০	১৭৭৯০৮	৭৬৮৮২৫	৭৬%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১১১০০০০	২২৫৯৩৪	২২৫৯৩৪	২০%
ডিসেম্বর ২০২৫	১১১০০০০	২৪৪৩২১	৪৭০২৫৫	৪২%
মার্চ ২০২৬	১১১০০০০	২০২৯১০	৬৭৩১৬৫	৬১%

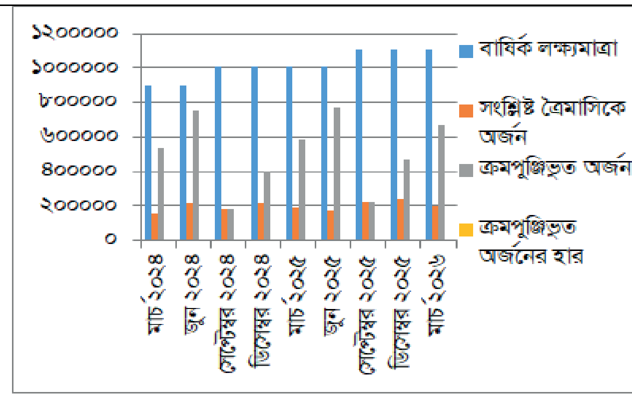

২০২৫-২৬ অর্থবছরে নতুন আমানত হিসাব খোলার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ১১,১০,০০০ এর বিপরীতে মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাস শেষে অর্জন ৬,৭৩,১৬৫ টি- অর্জনের হার ৬১%। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮২,২৪৮ টি আমানত হিসাব বেশী খোলা হয়েছে।

৩) মোট ঋণ বিতরণ ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার
মার্চ ২০২৪	২২২০০	৩০৩২.৫৪	১০৯১০.৮১	৪৯%
জুন ২০২৪	২২২০০	৫৩০৪.১৪	১৬২১৪.৯৫	৭৩%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	২৬৭০০	৩১৮৫.৫৯	৩১৮৫.৫৯	১২%
ডিসেম্বর ২০২৪	২৬৭০০	৫৭৮৯.০৮	৮৯৭৪.৬৭	৩৪%
মার্চ ২০২৫	২৬৭০০	৩৫৩৬.৪৭	১২৫১১.১৪	৪৭%
জুন ২০২৫	২৬৭০০	৪৭৬১.৪০	১৭২৭২.৫৪	৬৫ %
সেপ্টেম্বর ২০২৫	৩০৬০০	৪৭৪১.৫১	৪৭৪১.৫১	১৬%
ডিসেম্বর ২০২৫	৩০৬০০	৬০০৮.৮৮	১০৭৫০.৩৯	৩৫%
মার্চ ২০২৬	৩০৬০০	৪৬২২.১৮	১৫৩৭২.৫৭	৫০%

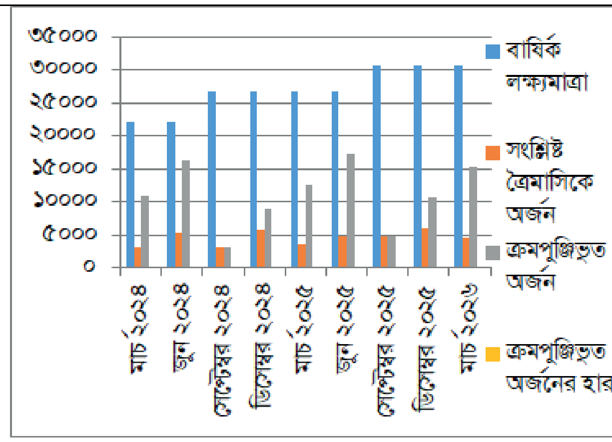

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ জরুরি। কৃষি উৎপাদনে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০,৬০০ কোটি টাকা, যার বিপরীতে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত অর্জন ১৫৩৭২.৫৭ কোটি টাকা, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৫০%।

৩.১) কৃষিঋণ বিতরণ ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার	মোট অর্জনে শতকরা অংশ
মার্চ ২০২৪	১১০০০	১৮৮৬.৬৩	৬৫০৬.১৬	৫৯%	৬০%
জুন ২০২৪	১১০০০	২৩৮৮.০৫	৮৮৯৪.২১	৮১%	৫৫%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১২০০০	১৭৪১.৮০	১৭৪১.৮০	১৫%	৫৫%
ডিসেম্বর ২০২৪	১২০০০	২৯৭৪.৭০	৪৭১৬.৫০	৩৯%	৫৩%
মার্চ ২০২৫	১২০০০	১৮৫৪.৯২	৬৫৭১.৪২	৫৫%	৫৩%
জুন ২০২৫	১২০০০	২৪৮৫.২৬	৯০৫৬.৬৮	৭৫%	৫২%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১১৭০০	২৪৬২.২৮	২৪৬২.২৮	২১%	৫২%
ডিসেম্বর ২০২৫	১১৭০০	৩০০৭.৯০	৫৪৭০.১৮	৪৭%	৫১%
মার্চ ২০২৬	১১৭০০	২১৪০.৪৭	৭৬১০.৬৫	৬৫%	৫০%

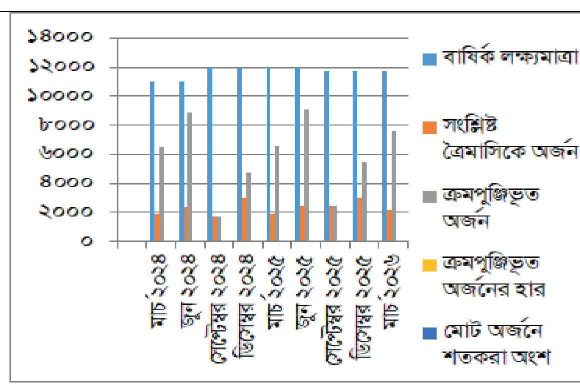

২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১১,৭০০ কোটি টাকা। যার মধ্যে শস্য (বর্গাচাষী ব্যতীত) ৬,২৫০ কোটি টাকা, শস্য (বর্গাচাষী) ৭৫০ কোটি টাকা, মৎস্য ১,৫০০ কোটি টাকা, প্রাণিসম্পদ ১,৮০০ কোটি টাকা, সেচ যন্ত্রপাতি ৯৫ কোটি টাকা, কৃষি যন্ত্রপাতি ৬০ কোটি টাকা, বীজ উৎপাদন ৪০ কোটি টাকা, শস্যগুদামজাত ও বাজারজাতকরণ ৩৫ কোটি টাকা, দারিদ্র বিমোচন ২৩০ কোটি টাকা, অন্যান্য ৯৪০ কোটি টাকা।

৬) ঋণস্থিতি ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার
মার্চ ২০২৪	৪১২০০	-৯.২৯	৩১৪৭৭.৯১	৭৬%
জুন ২০২৪	৪১২০০	২৫৬৭.৮৫	৩৪০৪৫.৭৬	৮৩%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৪৫০০০	-৭৩০.৮৯	৩৩৩১৪.৮৭	৭৪%
ডিসেম্বর ২০২৪	৪৫০০০	১৪২৬.৯৭	৩৪৭৪১.৮৪	৭৭%
মার্চ ২০২৫	৪৫০০০	-৬৬১.৬৫	৩৪০৮০.১৯	৭৬%
জুন ২০২৫	৪৫০০০	৪৫৫১.২৩	৩৮৬৩১.৪২	৮৬%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	৫০০০০	৭১	৩৮৭০২.৪২	৭৭%
ডিসেম্বর ২০২৫	৫০০০০	৫৫৬.৫৯	৩৯২৫৯.০১	৭৯%
মার্চ ২০২৬	৫০০০০	৬৩৫.২১	৩৯৮৯৪.২২	৮০%

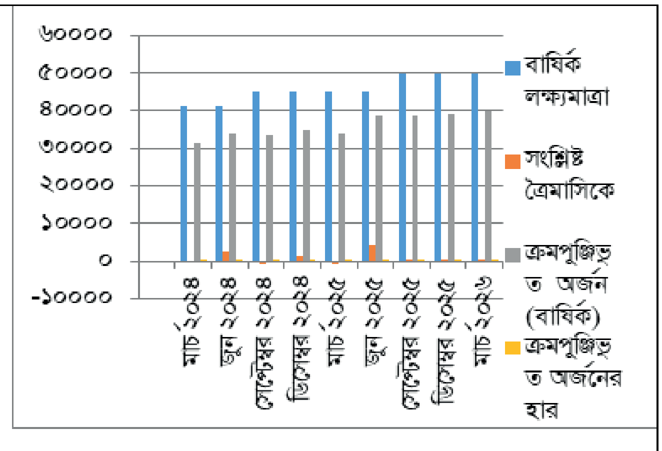

২০২৫-২৬ অর্থবছরে ঋণস্থিতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০,০০০ কোটি টাকা। মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাস শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ৩৯৮৯৪.২২ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৮০%।

৭) শ্রেণিকৃত ঋণস্থিতি ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	শ্রেণিকৃত ঋণস্থিতির বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত শ্রেণিকৃত ঋণস্থিতি	অর্জন কম/বেশি
মাচ ২০২৪	১৫৮৮.২২	৩৮৩৯.০১	-২২৫০.৭৯
জুন ২০২৪	১৫৮৮.২২	১৪১৪৭.৪৬	-১২৫৫৯.২৪
সেপ্টেম্বর ২০২৪	২০২৯.৭২	১৪১৪৭.৪৬	-১২১১৭.৭৪
ডিসেম্বর ২০২৪	২০২৯.৭২	১৪১৪৭.৪৬	-১২১১৭.৭৪
মাচ ২০২৫	২০২৯.৭২	১৪১৪৭.৪৬	-১২১১৭.৭৪
জুন ২০২৫	২০২৯.৭২	১৭৫৪৬.৩৪	-১৫৫১৬.৬২
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১২৭৮৭	১৭৩৭৭.৩৩	-৪৫৯০.৩৩
ডিসেম্বর ২০২৫	১২৭৮৭	১৬৭১৭.৯৭	-৩৯৩০.৯৭
মাচ ২০২৬	১২৭৮৭	১৭১১২.৫৬	-৪৩২৫.৫৬

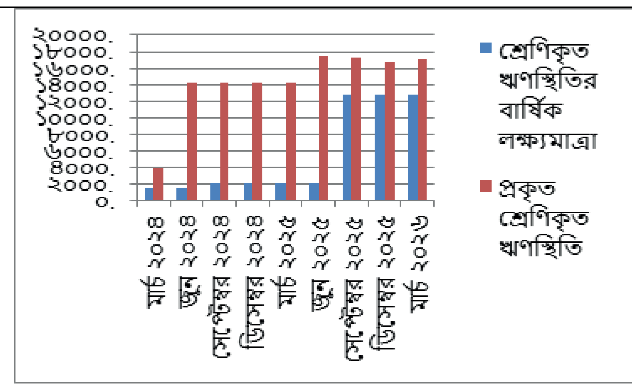

৩০ জুন ২০২৬ তারিখভিত্তিক ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য শ্রেণিকৃত ঋণস্থিতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১২৭৮৭ কোটি টাকা। মার্চ ২০২৬ ভিত্তিক শ্রেণিকৃত ঋণস্থিতি ১৭১১২.৫৬ কোটি টাকা, যা বার্ষিক শ্রেণিকৃত ঋণস্থিতি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৪৩২৫.৫৬ কোটি টাকা বেশি। শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ও হার হ্রাসকরণের জন্য শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়, ঋণ পুনঃতফসিলকরণ, নবায়ন, সুদ মওকুফ, ঋণ অবলোপন এবং নতুনভাবে শ্রেণিকৃত হওয়া রোধ করার জন্য শ্রেণিযোগ্য ঋণ সুদসহ সম্পূর্ণ আদায় অপরিহার্য।

৮) বৈদেশিক রেমিট্যান্স (BEFTN ও RTGS ব্যতীত) ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার
মার্চ ২০২৪	৮০০০	২২১২.১৫	৫৯০৮.২৯	৭৪%
জুন ২০২৪	৮০০০	১৮৭৭.৪৪	৭৭৮৫.৭৩	৯৭%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১০৫০০	৪০০১.৮৫	৪০০১.৮৫	৩৮%
ডিসেম্বর ২০২৪	১০৫০০	৪১৩৮.৪৯	৮১৪০.৩৪	৭৮%
মার্চ ২০২৫	১৫৭৫০	৭৮৮৪.০৩	১৬০২৪.৩৭	১০২%
জুন ২০২৫	১৫৭৫০	৯৫২৫.৫৫	২৫৫৪৯.৯২	১৬২%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১৮০০০	৯৫১০.৯৬	৯৫১০.৯৬	৫৩%
ডিসেম্বর ২০২৫	১৮০০০	১১০৪৪.৩০	২০৫৫৫.২৬	১১৪%
মার্চ ২০২৬	১৮০০০	১৬২৭৮.৫৭	৩৬৮৩৩.৮৩	২০৫%

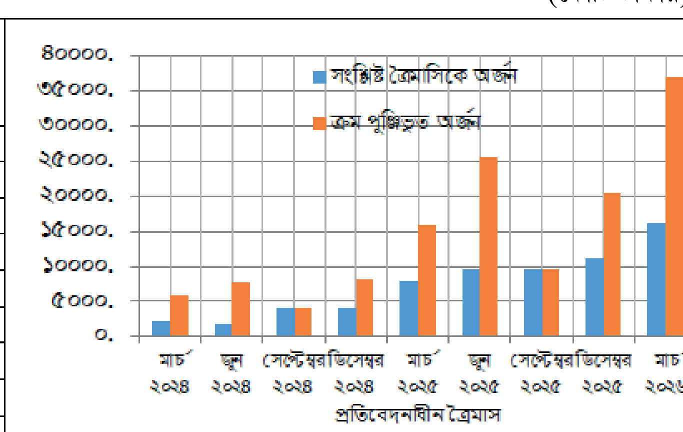

২০২৫-২৬ অর্থবছরে বৈদেশিক রেমিট্যান্স লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮,০০০ কোটি টাকা। মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাস শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ৩৬৮৩৩.৮৩ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ২০৫% এবং গত অর্থবছর একই সময়ের চেয়ে ২০৮০৯.৪৬ কোটি টাকা বেশি।

৩.২) সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার	মোট অর্জনে শতকরা অংশ
মার্চ ২০২৪	৮০০০	৯৭৫.৪৬	৩৩৮৫.৩৩	৪২%	৩১%
জুন ২০২৪	৮০০০	১৩৪৯.৪৫	৪৭৩৪.৭৮	৫৯%	২৯%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১১৫০০	১০১৩.১৯	১০১৩.১৯	৯%	৩২%
ডিসেম্বর ২০২৪	১১৫০০	১৮২৫.৪২	২৮৩৮.৬১	২৫%	৩২%
মার্চ ২০২৫	১১৫০০	১১৪০.৭৯	৩৯৭৯.৪০	৩৫%	৩২%
জুন ২০২৫	১১৫০০	১৫৫৫.৭৯	৫৫৩৫.১৯	৪৮%	৩২%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১২৫০০	১২৪১.৬৩	১২৪১.৬৩	১০%	২৬%
ডিসেম্বর ২০২৫	১২৫০০	১৮৮০.৮৪	৩১২২.৪৭	২৫%	২০%
মার্চ ২০২৬	১২৫০০	১৩৭৬.৪৪	৪৪৯৮.৯১	৩৬%	২৯%

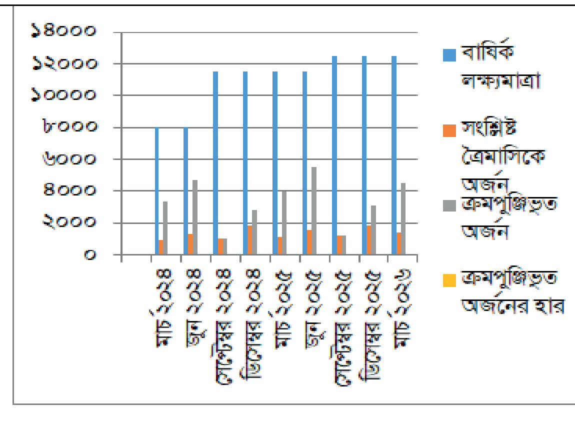

উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) খাতের বিকল্প নেই। বিশ্বের অনেক দেশে প্রলম্বিত যুদ্ধাবস্থা, মূল্যস্ফীতি, বিশ্ব ও দেশীয় বাজারে ধারাবাহিকভাবে পণ্যের উচ্চমূল্যের অর্থনৈতিক প্রভাব কাটিয়ে ওঠা, শ্রমিকদের কাজে বহাল রাখা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা তথা বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরণে সিএসএমই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। উক্ত খাতকে গতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ব্যাংকের সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ১২,৫০০ কোটি টাকার মধ্যে মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাস পর্যন্ত অর্জন ৪৪৯৮.৯১ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৩৬%।

৩.৩) কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ঋণ ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার	মোট অর্জনে শতকরা অংশ
মার্চ ২০২৪	২০০০	১০.২৬	৪১৮.২৬	৩৫%	৪%
জুন ২০২৪	২০০০	৫৫৯.২১	৯৭৭.৪৭	৮১%	৬%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৭০০	১১.২৪	১১.২৪	২%	০.৩৫%
ডিসেম্বর ২০২৪	৭০০	১৫০.২৮	১৬১.৫২	২৩%	২%
মার্চ ২০২৫	৭০০	১৯৫.৯৯	৩৫৭.৫১	৫১%	৩%
জুন ২০২৫	৭০০	৮৮.০৪	৪৪৫.৫৫	৬৪%	৩%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	২৭৫০	১৩০.২৩	১৩০.২৩	৫%	৩%
ডিসেম্বর ২০২৫	২৭৫০	৯১.০২	২২১.২৫	৮%	২%
মার্চ ২০২৬	২৭৫০	১২১.১৩	৩৪২.৩৮	১২%	২.২%

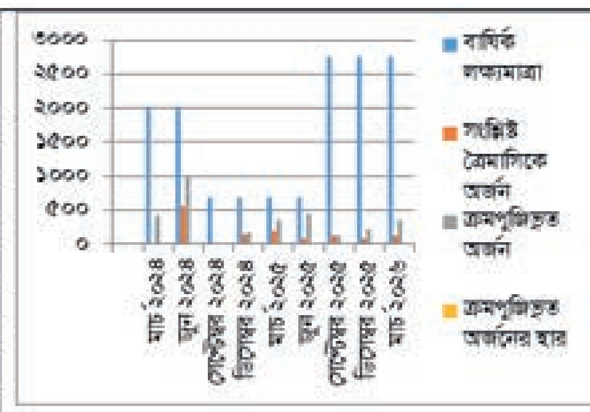

সাম্প্রতিক সময়ে কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকায়নের ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি তৈরি ও বাজারজাতকরণ, কৃষিভিত্তিক পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, সমন্বিত কৃষি প্রকল্পসহ কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প খাতে ঋণের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্পঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ২৭৫০ কোটি টাকার মধ্যে মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাস পর্যন্ত অর্জন ৩৪২.৩৮ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১২% ।

৪) নতুন ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ

(জন)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার
মার্চ ২০২৪	৪০০০০০	-৭৭৪২৩	১৬০৬৬৭	৪০%
জুন ২০২৪	৪০০০০০	৫১৪০৪	২১২০৭১	৫৩%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৪০০০০০	৩৬৬১৬	৩৬৬১৬	৯%
ডিসেম্বর ২০২৪	৪০০০০০	৫৯৬০৮	৯৬২২৪	২৪%
মার্চ ২০২৫	৪০০০০০	৪২১৮৯	১৩৮৪১৩	৩৫%
জুন ২০২৫	৪০০০০০	৪৯১৪৩	১৮৭৫৫৬	৪৭%
সেপ্টেম্বর২০২৫	৫০০০০০	৩৭৫২৭	৩৭৫২৭	৮%
ডিসেম্বর ২০২৫	৫০০০০০	৪৮৩৯২	৮৫৯১৯	১৭%
মার্চ ২০২৬	৫০০০০০	৩১৯৫৫	১১৭৮৭৪	২৪%

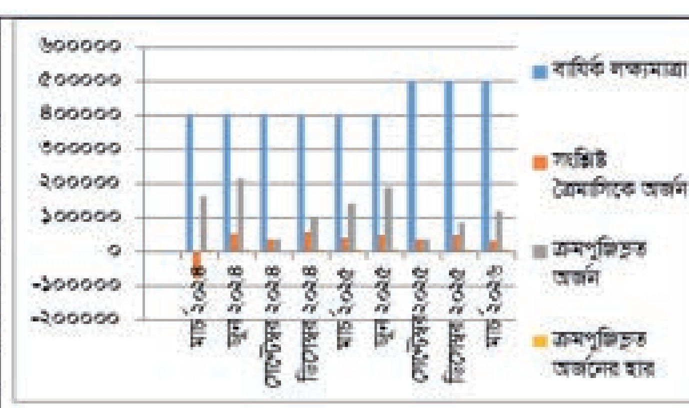

২০২৫-২৬ অর্থবছরে ব্যাংকের নতুন ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫,০০,০০০ জন। মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাস পর্যন্ত ১১৭৮৭৪ জন ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ২৪%।

(৫) মোট ঋণ আদায় ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন(বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার
মার্চ ২০২৪	১৫৬৯৯.৪২	২১৬৪.০৯	৯০৯৮.২০	৫৮%
জুন ২০২৪	১৫৬৯৯.৪২	২৭৩৫.৭০	১১৮৩৩.৯০	৭৫%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১৭৫০০.০০	২১৫৫.০৫	২১৫৫.০৫	১২%
ডিসেম্বর ২০২৪	১৭৫০০.০০	৪৭৭৬.১৯	৬৯৩১.২৪	৪০%
মার্চ ২০২৫	১৭৫০০.০০	২০১২.২৯	৮৯৪৩.৫৩	৫১%
জুন ২০২৫	১৭৫০০.০০	২৭৫৯.৪৫	১১৭০২.৯৮	৬৭%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	২১০০০.০০	৩৯৪০.০০	৩৯৪০.০০	১৯%
ডিসেম্বর ২০২৫	২১০০০.০০	৫৬২৫.৩৭	৯৫৬৫.৩৭	৪৬%
মার্চ ২০২৬	২১০০০.০০	৩৬৬৮.৮১	১৩২৩৪.১৮	৬৩%

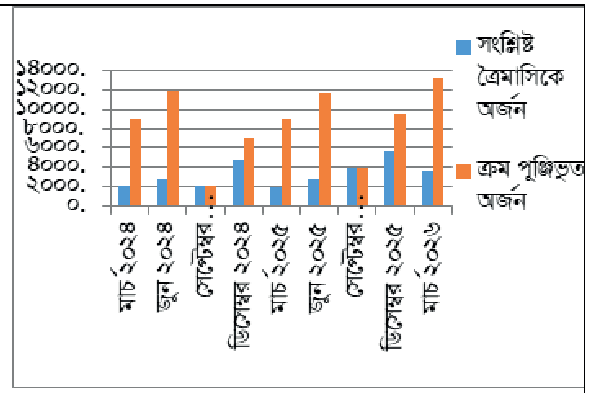

২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২১,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত পুঞ্জিভুত আদায় ১৩২৩৪.১৮ কোটি টাকা, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের হার ৬৩% ।

(৫.১) শ্রেণিকৃত ঋণ হতে আদায় ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন(বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার	মোট অর্জনে শতকরা অংশ
মার্চ ২০২৪	১৬০০	১৪১.৩৪	৩৬৫.৭৫	২৩%	৪%
জুন ২০২৪	১৬০০	৩২৩.৬৬	৬৮৯.৪১	৪৩%	৬%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	২৩০০	১৪২.৭৩	১৪২.৭৩	৬%	৭%
ডিসেম্বর ২০২৪	২৩০০	১৯৯.০০	৩৪১.৭৩	১৫%	৫%
মার্চ ২০২৫	২৩০০	১৯৭.৮১	৫৩৯.৫৪	২৪%	৬%
জুন ২০২৫	২৩০০	৫৫২.৪৩	১০৯১.৯৭	৪৭%	৯%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	৮০০০	১৪০৬.৯৮	১৪০৬.৯৮	১৮%	৩৬%
ডিসেম্বর ২০২৫	৮০০০	১৭৭৩.৯৮	৩১৮০.৯৬	৪০%	৩৩%
মার্চ ২০২৬	৮০০০	৯০৭.২৭	৪০৮৮.২৩	৫১%	৩০%

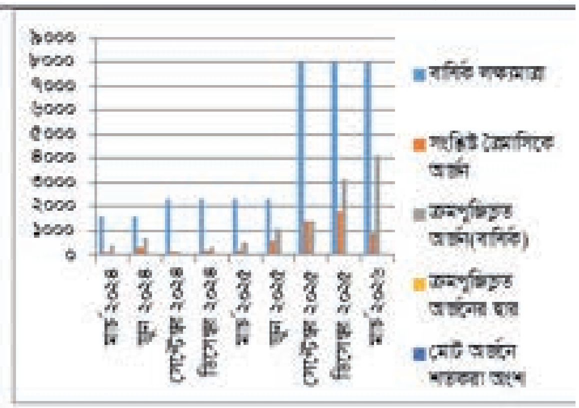

শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৮০০০ কোটি টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত অর্জন ৪০৮৮.২৩ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৫১% ।

(৫.২) শ্রেণিকৃত ঋণ ব্যতীত আদায় ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার	মোট অর্জনে শতকরা অংশ
মার্চ ২০২৪	১৪০৯৯.৪২	২০২২.৭৫	৮৭৩২.৪৫	৬২%	৯৬%
জুন ২০২৪	১৪০৯৯.৪২	২৪১২.০৪	১১১৪৪.৪৯	৭৯%	৯৪%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১৪০৯৯.৪২	২০১২.৩২	২০১২.৩২	১৪%	৯৩%
ডিসেম্বর ২০২৪	১৫২০০.০০	৪৫৭৭.১৯	৬৫৮৯.৫১	৪৪%	৯৫%
মার্চ ২০২৫	১৫২০০.০০	১৮১৪.৪৮	৮৪০৩.৯৯	৫৫%	৯৪%
জুন ২০২৫	১৫২০০.০০	২২০৭.০২	১০৬১১.০১	৭০%	৯১%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১৩০০০.০০	২৫৩২.৬২	২৫৩২.৬২	১৯%	৬৪%
ডিসেম্বর ২০২৫	১৩০০০.০০	৩৮৫১.৭৯	৬৩৮৪.৪১	৪৯%	৬৭%
মার্চ ২০২৬	১৩০০০.০০	২৭৬১.৫৪	৯১৪৫.৯৫	৭০%	৬৯%

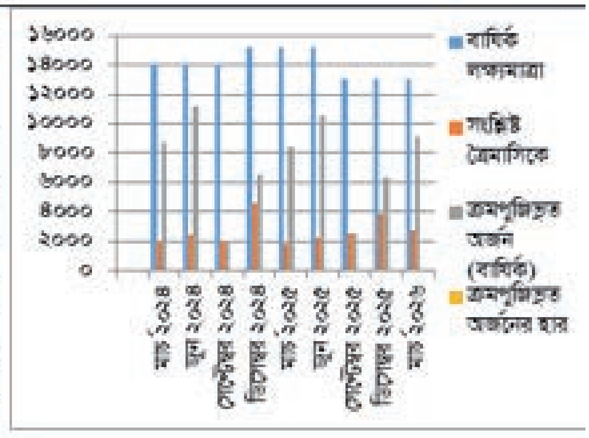

২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২১০০০ কোটি টাকা এবং শ্রেণিকৃত ঋণ ব্যতীত আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৩০০০ কোটি টাকা। মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসে অর্জন ২৭৬১.৫৪ কোটি টাকাসহ পুঞ্জিভূত অর্জন ৯১৪৫.৯৫ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৭০% ।

১২) ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার
মার্চ ২০২৪	৮০০	১৩৩.৫১	২১০.৮৬	২৬%
জুন ২০২৪	৮০০	৬৭.৩১	২৭৮.১৭	৩৫%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৮০০	১৩৩.৩৯	৪১১.৫৬	৫১%
ডিসেম্বর ২০২৪	১০০০	৮৫.৪১	৮৫.৪১	৯%
মার্চ ২০২৫	১০০০	১২৮.৫৫	২১৩.৯৬	২১%
জুন ২০২৫	১০০০	৮২.৪৭	২৯৬.৪৩	৩০%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১০০০	১৭৮.০৪	৪৭৪.৪৭	৪৭%
ডিসেম্বর ২০২৫	১৫০০	২৪১.০৩	৪৫৮.৫২	৩১%
মার্চ ২০২৬	১৫০০	৩৬৯.৩৪	৬১০.৩৭	৪১%

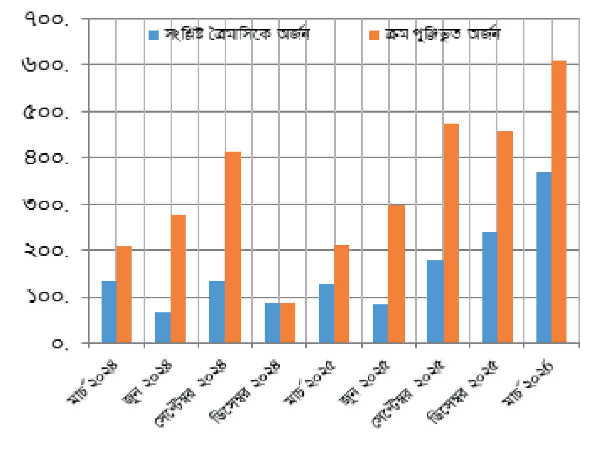

২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫০০ কোটি টাকা। মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাস শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ৩৬৯.৩৪ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৪১ %।

১৩) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ আদায় ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার
মার্চ ২০২৪	৪০৭২.৪৫	৩৭৮.০৯	১৩২৪.২৯	৩৩%
জুন ২০২৪	৪০৭২.৪৫	৭১৯.৯৭	২০৪৪.২৬	৫০%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৪৭৪৯.৮২	৩৬৮.৪৭	৩৬৮.৪৭	৯%
ডিসেম্বর ২০২৪	৪৭৪৯.৮২	৭৪৬.৩৮	১১১৪.৮৫	২৪%
মার্চ ২০২৫	৪৭৪৯.৮২	৪১৩.৯৫	১৫২৮.৮০	৩২%
জুন ২০২৫	৪৭৪৯.৮২	৫৭০.৭৮	২০৯৯.৫৮	৪৪%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	২২৯.৫০	৫৬.৪৪	৫৬.৪৪	২৫%
ডিসেম্বর ২০২৫	২২৯.৫০	১৪০.৬১	১৯৭.০৫	৮৬%
মার্চ ২০২৬	২২৯.৫০	৫৯.৭২	২৫৬.৭৭	১১২%

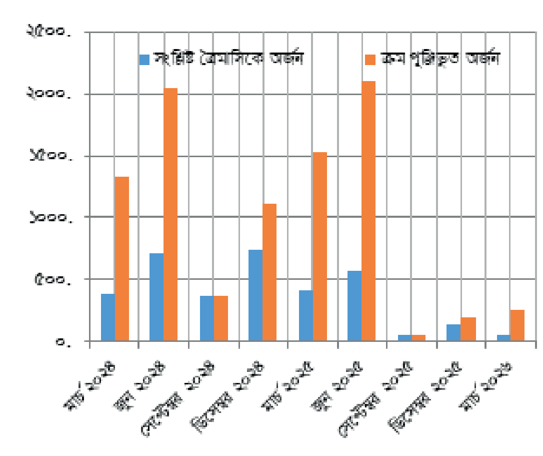

২০২৫-২৬ অর্থবছরে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২২৯.৫০ কোটি টাকা। মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাস শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ২৫৬.৭৭ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১১২%।

১৪। অন্যান্য ঃ

ব্যাংকের অন্যান্য ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রয়েছে ৪% রেয়াতি হার সুদে আমদানি বিকল্প শস্য যেমন ডাল, তেলবীজ, মসলা ও ভুট্টা খাতে ঋণ বিতরণ এবং অহপরষরধৎু ইঁংরহবংং থেকে আয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৪% রেয়াতি হার সুদে আমদানি বিকল্প ঋণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ৭৮.০০ কোটি টাকা এবং মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসে পুঞ্জিভুত অর্জন ৩৯.১৫ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৫০.১৯%। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে Anciliary Business থেকে মার্চ ২০২৬ শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ৫১৮.৪৮ কোটি টাকা ।

গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত

৯) আমদানি ব্যবসা ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার
মার্চ ২০২৪	৮০০০	২৫৭১.৩৯	৭২২০.২৫	৯০%
জুন ২০২৪	৮০০০	৮৩৫.২৩	৮০৫৫.৪৮	১০১%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৮৫০০	১০৭৬.০৩	১০৭৬.০৩	১৩%
ডিসেম্বর ২০২৪	৮৫০০	৪১৯৪.১৩	৫২৭০.১৬	৬২%
মার্চ ২০২৫	৮৫০০	১৫৪৫.৬৭	৬৮১৫.৮৩	৮০%
জুন ২০২৫	৮৫০০	৩৯৭৪.৯৬	১০৭৯০.৭৯	১২৭%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১০০০০	৫১৪১.৫৪	৫১৪১.৫৪	৫১%
ডিসেম্বর ২০২৫	১০০০০	৩৩৭৫.৭৬	৮৫১৭.৩০	৮৫%
মার্চ ২০২৬	১০০০০	৩৬৯০.৯৭	১২২০৮.২৭	১২২%

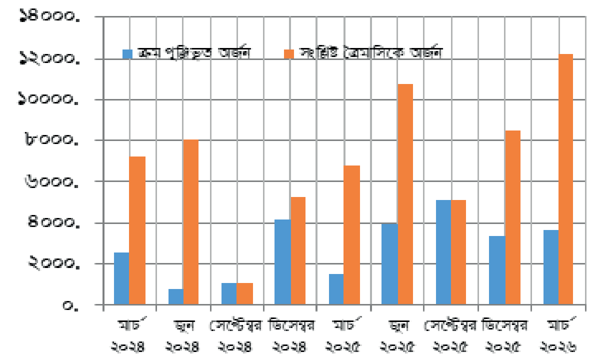

২০২৫-২৬ অর্থবছরে আমদানি ব্যবসা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০,০০০ কোটি টাকা। মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাস শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ১২২০৮.২৭ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১২২%।

১০) রপ্তানি ব্যবসা ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার
মার্চ ২০২৪	২০০০	২৬২.২৫	৮২৬.৬৬	৪১%
জুন ২০২৪	২০০০	২৫০.৯১	১০৭৭.৫৭	৫৪%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	২০০০	২৪১.৫৫	২৪১.৫৫	১২%
ডিসেম্বর ২০২৪	২০০০	৩৩৩.১২	৫৭৪.৬৭	২৯%
মার্চ ২০২৫	২০০০	৩০৯.৯১	৮৮৪.৫৮	৪৪%
জুন ২০২৫	২০০০	৩৭২.০২	১২৫৬.৬০	৬৩%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১৪০০	৩৪৫.৬৮	৩৪৫.৬৮	২৫%
ডিসেম্বর ২০২৫	১৪০০	৪১১.৬৬	৭৫৭.৩৪	৫৪%
মার্চ ২০২৬	১৪০০	৩৪৪.৯৬	১১০২.৩০	৭৯%

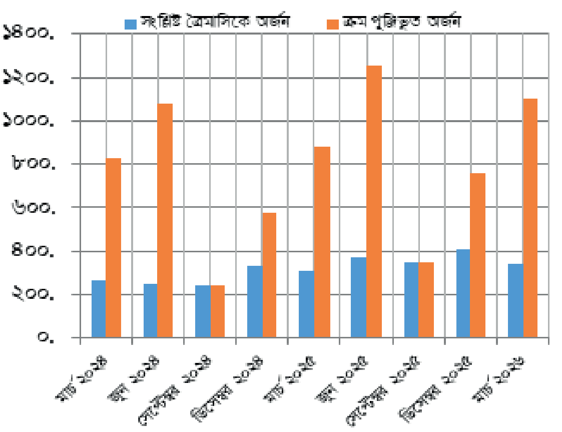

২০২৫-২৬ অর্থবছরে রপ্তানি ব্যবসার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪০০ কোটি টাকা। মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাস শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ১১০২.৩০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৭৯%।

১১) অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার
মার্চ ২০২৪	৫০.০০	০.৪৭	১.৮৬	৪%
জুন ২০২৪	৫০.০০	০.৭৩	২.৫৯	৫%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৫০.০০	০.১৭	০.১৭	০.৩৪%
ডিসেম্বর ২০২৪	৫০.০০	০.৮৪	১.০১	২%
মার্চ ২০২৫	৫০.০০	২.১২	৩.১৩	৬%
জুন ২০২৫	৫০.০০	৩.৫১	৬.৬৪	১৩%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	৫০.০০	০.২৯	০.২৯	০.৫৮%
ডিসেম্বর ২০২৫	৫০.০০	০.৭৯	১.০৮	২.১৬%
মার্চ ২০২৬	৫০.০০	০.১	১.১৮	২.৩৬%

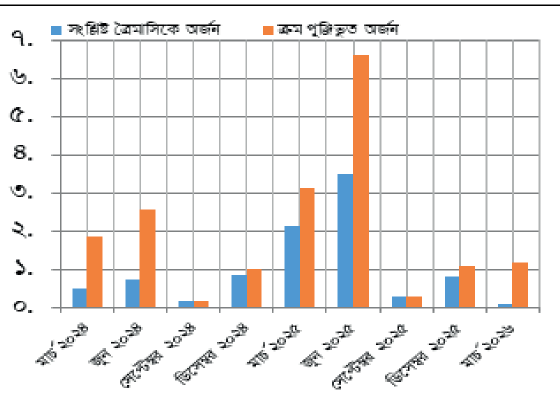

২০২৫-২৬ অর্থবছরে অবলোপনকৃত ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা। মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাস শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ১.১৮ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ২.৩৬ %।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রতিশ্রুত উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ ঃ

১। আমানত সংগ্রহ ঃ সঞ্চয়ী, চলতি, এসএনডি, স্কুল ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন স্কীম হিসাব ও সঞ্চয় প্রকল্প, স্থায়ী আমানত (এফডিআর), এফআইডি এর আওতায় আমানত, কৃষক আমানত ইত্যাদি হিসাবে আমানত গ্রহণ।

২। রেমিট্যান্স/ অর্থ স্থানান্তর ঃ প্রবাসীদের বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণ (ইনওয়ার্ড ফরেন রেমিট্যান্স), আউটওয়ার্ড ফরেন রেমিট্যান্স ইত্যাদি ।

৩। ব্যাংক গ্যারান্টি ঃ চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন মানের ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু ।

৪। লকার সুবিধা ঃ কয়েকটি জেলা শহরে নির্বাচিত বিকেবি শাখায় লকার সুবিধা ।

৫। বৈদেশিক বিনিময় বাণিজ্য ঃ আমদানি ও রপ্তানিকারকদের এলসি ও ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা, এডি শাখার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়, পাসপোর্ট এন্ডোর্সমেন্ট ইত্যাদি।

৬। তথ্য প্রযুক্তি সেবা ঃ ওয়ান স্টপ ব্যাংকিং সার্ভিস, চার্জ ফ্রি অনলাইন ব্যাংকিং, চার্জ ফি RTGS, এটিএম ও পস মেশিন সার্ভিস, এসএমএস ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও অ্যাপভিত্তিক সেবা, অনলাইন সিআইবি, অটোমেটেড আইআরএস, BACH, EFTN, SWIFT ইত্যাদি।

৭। ঋণ কার্যক্রম ঃ বিভিন্ন মেয়াদি কৃষিঋণ (শস্য, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি, দারিদ্র বিমোচন, শস্য গুদাম ও বাজারজাতকরণ, কৃষিঋণের আওতায় চলমান ঋণ)।

অকৃষি ঋণ ঃ এসএমই, চলতি মূলধন, গ্রিন ব্যাংকিংয়ের আওতায় ঋণ, কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প, রপ্তানি ঋণ, নারী উদ্যোক্তা ঋণ, মেয়াদি আমানত ও বিভিন্ন স্কীম হিসাবের বিপরীতে ঋণ ।

৮। ব্যক্তিগত ঋণ ঃ পার্সোনাল লোন সুবিধা ও ক্রেডিট কার্ড ।

৯। সরকারের পক্ষে প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ ই-চালান, পেনশন-ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান, ইউটিলিটি বিল গ্রহণ, প্রাইজবন্ড ও লটারি টিকেট বিক্রয়, ভ্যাট ও উৎসে কর আদায় ইত্যাদি।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

গণমানুষের ব্যাংক

রাষ্ট্র মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ বিশেষায়িত ব্যাংক

গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২০২৫ সালে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স সংগ্রহের গৌরবময় মাইলফলক অর্জন করে। দেশের সকল ব্যাংকের মধ্যে ২য় স্থান এবং সরকারি ব্যাংকের মধ্যে ১ম স্থান অর্জনে কেক কেটে উদযাপন করা হয়। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সঞ্চিয়া বিনতে আলীর সভাপতিত্বে ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব নাজমা মোবারেক প্রধান অতিথি হিসেবে, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালযের যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে যোগদান করায় ব্যাংক ব্যবস্থাপনার পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সঞ্চিয়া বিনতে আলী।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ঢাকা বিভাগের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনে করণীয় সংক্রান্ত বিভাগীয় সম্মেলন ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। বিকেবি, ঢাকা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব গোলাম মোঃ আরিফ এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সঞ্চিয়া বিনতে আলী। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আঃ রহিম ও জনাব মোহাঃ খালেদুজ্জামান এবং পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব আশরাফুজ্জামান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

বিগত ৮ মার্চ ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আয়োজনে 'দোয়া ও ইফতার মাহফিল' ব্যাংকের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ এমপি। এ সময় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সঞ্চিয়া বিনতে আলী, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আঃ রহিম ও জনাব মোহাঃ খালেদুজ্জামান, প্রধান কার্যালয়ের সকল মহাব্যবস্থাপক ও উপমহাব্যবস্থাপক, জাতীয়তাবাদী ফোরাম এবং বিকেবি, এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-সিবিএ এর নের্তৃবৃন্দসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।